খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1 ● Issue-19 ● Bardhaman ● 15 March, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

সকলকে জানাই পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা।

● কথা ছিল ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বার্ধক্য ভাতার টাকা। কিন্তু দুয়ারে সরকারে বার বার আবেদন করলেও এখনও অনেকের অ্যাকাউন্টেই ঢোকেনি টাকা, অভিযোগ। বাড়ছে ক্ষোভ।

● রাজনীতিতে এখন নীতি আদর্শের বড় অভাব। রাতারাতি জামা বদলাচ্ছে নেতারা। আর বুথ স্তরে লাঠালাঠি করে মরছে সাধারণ কর্মী সমর্থকরা। কে যে কখন কার পিছনে বলা খুব মুশকিল !

● শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিল সিবিআই।

● স্কুল নয়,কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা হোক।পঠনপাঠন লাটে তুলে স্কুলে রাখা চলবে না কেন্দ্রীয় বাহিনী,এই দাবিতে সরব বিভিন্ন মহল।

● ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই উচ্চ মাধ্যমিকে চালু হচ্ছে সেমিস্টার পদ্ধতি। এবার থেকে একাদশ শ্রেণিতে হবে দুটি সেমিস্টার ও দ্বাদশ শ্রেণিতে হবে দুটি সেমিস্টার। দু'বছরে মোট চারবার পরীক্ষা হবে। ইতিমধ্যেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরীক্ষা পদ্ধতি বদলের কথা বলা হয়েছে।২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ শ্রেণিতে চালু হবে সেমিস্টার পদ্ধতি।আর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে চালু হবে সেমিস্টার পদ্ধতি।

● তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন তাপস রায়।লোকসভা ভোটের আগেই তৃণমূল ছাড়লেন তাপস রায়। বিধায়ক পদ থেকেও দিলেন ইস্তফা।

● আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক ভাতা ৭৫০ টাকা করে এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা করে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● মেয়াদ শেষের আগেই বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

● দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দীঘির

(এরপর চারের পাতায়)

ভোট যুদ্ধে হুগলিতে সম্মুখ সমরে রচনা বনাম লকেট

ইসরাইল মল্লিক ঃ হুগলিতে তৃণমূল-বিজেপি জোর টক্কর। মুখোমুখি দুই অভিনেত্রী। রচনা বনাম লকেট। ভোট যুদ্ধে সম্মুখ সমরে টলিউডের জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি ও লকেট চ্যাটার্জি। লকেট চ্যাটার্জি বর্তমানে হুগলির বিজেপি সাংসদ। লকেটের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে এলাকায় তাকে সেভাবে দেখা যায় নি। সাংসদ কোটায় উন্নয়নও চোখে পড়ার মতো নয়। এছাড়াও হুগলিতে লকেটকে প্রার্থী করা নিয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অনেকের মধ্যেই আছে চাপা ক্ষোভ। ক্রমশ তার বহিঃপ্রকাশও ঘটছে। চুঁচুড়া,চন্দননগর সহ হুগলির বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই লকেটের বিরুদ্ধে পড়েছে পোস্টার। অপরদিকে,রচনা ব্যানার্জি রাজনীতিতে নবাগত হলেও জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের দৌলতে মা বোনেদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। হুগলি কেন্দ্রে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে

রচনা ব্যানার্জিকে নতুন করে আর কোনো রচনা লিখতে হবে না। কিন্তু লকেট চ্যাটার্জিকে নতুন করে আবার প্রমাণ করতে হবে তিনি তাদেরই লোক। তাদের কাছের মানুষ,কাজের মানুষ। তাছাড়া হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভাও তৃণমূলের দখলে। সাংগঠনিক দিক থেকেও

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল খুব মজবুত। সেদিক দিয়ে দেখলে বলা যায়, সাংগঠনিক দিক থেকে হুগলির সাতটি বিধানসভাতেই পিছিয়ে বিজেপি। রচনার টিম তৈরি কিন্তু লকেটকে নতুন করে টিম তৈরি করতে হচ্ছে। এছাড়াও বিজেপির সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে 'মুখ'। বুথ স্তরে কর্মীর বড় অভাব। ভালো কোনো মুখ নেই।স্বভাবতই রচনা বনাম লকেটের লড়াই যে খুব জোরালো হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে বলা যায়,এই মুহূর্তে হুগলি কেন্দ্রে তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে। হারানো আসন পুনরুদ্ধারের জন্য মরিয়া তৃণমূল। 'হেরো' তকমা ঝেড়ে ফেলতে হুগলি কেন্দ্রে ভোট যুদ্ধে সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল।অন্য দিকে লকেট এখন ঘর গোছাতেই ব্যস্ত। লকেট কি পারবে রচনাকে টেক্কা দিয়ে হুগলি কেন্দ্রে পুনরায় জয়লাভ করতে,এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

লোকসভা ভোটের আগেই বিডিআর লাইনে বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া যাবে ট্রেন

আমিনুর রহমান,বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদরের মানুষ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে। বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ে,যেটা বর্তমানে বাঁকুড়া থেকে পূর্ব বর্ধমানের মশাগ্রাম পর্যন্ত চলে,সেই ট্রেন সংযুক্ত হচ্ছে হাওড়া - বর্ধমান কর্ড লাইনে। বাঁকুড়া থেকে হাওড়া সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হলে এই এলাকার আর্থসামাজিক ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। এমনটাই দাবি সব মহলের। লোকসভা ভোটের আগেই এই রেলপথ চালু হয়ে যাবে বলে সূত্রের খবর। এই

কিছুদিন আগেও বাঁকুড়া - মশাগ্রাম পর্যন্ত ট্রেন চলাচলে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। এবার চালু হবে বাঁকুড়া-হাওড়া ট্রেন পথ।

এর মধ্যেই বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ঘোষণা করেছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই রেলের উদ্বোধন করবেন। এর ফলে বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান হয়ে কলকাতার দূরত্ব কমে যাবে দু'ঘণ্টা।অনেক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন এই দিকে পাশ করানোর সম্ভাবনার কথা জানা গেছে।পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ

(এরপর দুয়ের পাতায়)

স্কুলে নেই কোনো সীমানা প্রাচীর ! যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামালপুর ঃ স্কুলে নেই কোনো সীমানা প্রাচীর। স্কুল চলাকালীন সময়েও স্কুল চত্বরে ঘোরাঘুরি করছে কুকুর ! স্কুলের

পাশের রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে ট্রাক্টর সহ অন্যান্য যানবাহন। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড় সড় দুর্ঘটনা। স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সীমানা প্রাচীরের আবেদন জানিয়ে বার বার প্রশাসনিক দপ্তরে দরবার করলেও নির্বিকার প্রশাসন, অভিযোগ। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরনো পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের বাদলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ছবি ঠিক এই রকম। যদিও শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে সীমানা প্রাচীর থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে বাদলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয় নি সীমানা প্রাচীর। স্কুল চত্বরের মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করছে মানুষজন। ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অতি সত্বর স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকাবাসী সহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে বাংলা বিরোধীদের বিসর্জনের ডাক দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 ● Issue-19 ● 15 March, 2024

বৃথা আস্ফালন

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রকৃতির উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। তরজা গান ভালোই চলছে। বিজেপি তৃণমূল কেউ কম যাচ্ছ না। সবাই হুঙ্কার দিচ্ছে। কেউ বলছে ৪২ এ ৪২ তো কেউ বলছে ২৪ এ ২৪ । যেন মামার বাড়ির আবদার। চাইলেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক নেতারা যতই তর্জন গর্জন করুক না কেন ভোট তো দেবে জনগণ। জনতা জনার্দনের রায়ই তো শেষ কথা। তবে বলা বাহুল্য, এবারে লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির লড়াই খুব একটা সহজ হবে না। ২০১৯ আর ২০২৪ এক নয়। এই পাঁচ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে রাজ্যে বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। তাছাড়া ১০০ দিনের কাজ করেও মজুরি পায়নি বাংলার লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ। দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ আবাস যোজনার ঘর। তাই এবার শুধু ভাষণ বাজিতে বাংলার আপামর জনসাধারণের মন জয় করতে পারবে না বিজেপি। কাজে আসবে না মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। তার ওপর বিজেপিকে এবার লড়তে হবে লক্ষীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু,কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, ঐক্যশ্রী, রুপশ্রীর মতো মমতা ব্যানার্জির বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে, যা মোটেও সহজ সাধ্য নয়। মানুষের মধ্যে এখন একটা বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়েছে যে, তৃণমূল ক্ষমতায় না থাকলে বন্ধ হয়ে যাবে লক্ষ্মীর ভান্ডার,কন্যাশ্রী, রুপশ্রী,সবুজ সাথীর মতো সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প। কারণ মমতা ব্যানার্জি পরীক্ষিত। যা বলে তাই করে। তার প্রমাণ সদ্য হাতেনাতে পেয়েছে বাংলার লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ। কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি না দিলেও বাংলার লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া মজুরি মিটিয়েছে রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকার। কিন্তু বিজেপির কথার সাথে কাজের মিল মানুষ এখনও খুঁজে পায়নি। না ঢুকেছে জনগণের অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ করে টাকা, না হয়েছে বছর বছর ২ কোটি করে বেকারের চাকরি। সুইস ব্যাংক থেকে কালো টাকাও দেশে ফিরে আসেনি। উপরন্তু নোটবন্দীর নাম করে,আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান কার্ড,ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডের লিঙ্ক ,গ্যাসের বায়োমেট্রিক সহ একাধিক বিষয়ে বার বার মানুষকে লাইনে দাঁড় করাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই যতই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হোক মানুষ কিন্তু সে সবে তত পাত্তা দিচ্ছেন না। সবাই নিজের নিয়েই ব্যস্ত। তার ওপর আবার ২০১৯ সালের আতঙ্ক মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কেউই চাইছেন না ফিরে আসুক সেই সব অরাজকতার দিন, চোখ রাঙানি, হুমকি। এছাড়াও বুথ স্তরে বিজেপির মুখের বড় অভাব। সংগঠনও নড়বড়ে। তার ওপর আবার বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি ! সবকা সাথ,সবকা বিকাশ,সবকা বিশ্বাসের কথা বললেও বাস্তবে কিন্তু তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের সবার বিশ্বাস এখনও অর্জন করতে পারেনি বিজেপি। সংখ্যালঘুদের প্রতি বিজেপির বিরূপ মনোভাব ভোট বাক্সে প্রভাব ফেলবেই, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বিজেপি যতই লম্ফঝম্ফ করুক না কেন বাংলার মাটিতে লড়াই অত সহজ হবে না। বাংলার আপামর সাধারণ জনগণ বিভাজনের রাজনীতিকে কখনোই সমর্থন করে না। বৃথাই আস্ফালন বিজেপির। ২০১৯ এ লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় জেতা ১৮ টা আসন আদৌ ধরে রাখতে পারবে কিনা সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির কাছে।

(প্রথম পাতার পর)

লোকসভা ভোটের আগেই বিডিআর

,আসানসোল কয়লা খনি অঞ্চলের বড় বড় এক্সপ্রেস ট্রেন ওই এলাকার ধ্বস নামিয়ে দিচ্ছে। অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ওই সব এলাকা। আর তার জন্য এরকম সম্ভাবনা শোনা যাচ্ছে যে বড় বড় এক্সপ্রেস ট্রেন এই দিক দিয়ে পাশ করানো হবে। বর্তমানে বাঁকুড়া - মশাগ্রাম রেল শাখায় ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে শুধুমাত্র কলকাতা যাওয়াই নয়,দক্ষিণ দামোদরের রায়না, খন্ডঘোষ ,মাধবডিহি , বাঁকুড়ার ইন্দাস, পাত্রসায়ের সহ বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এতে ব্যাপক উপকৃত হবেন। কম খরচে হাওড়া হয়ে মানুষ কলকাতা পৌঁছাতে পারবেন।যেটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি খরচা করে তাদেরকে কলকাতা যেতে হতো। আবার ওই রেল লাইন সরাসরি চালু হলে খুব কম খরচে বর্ধমানে যাওয়ার থেকে মানুষ হাওড়া হয়ে কলকাতা পৌঁছে যাবে। দক্ষিণ দামোদরের কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে বর্ধমান শহরে পড়াশুনা করতে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা প্রতিদিন খরচ করতে হয় সেখানে ওর থেকে অনেক কম খরচে হাওড়া হয়ে ছাত্রছাত্রীরা কলকাতা পৌঁছে যেতে পারবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ,ব্যবসা-বাণিজ্য সহ একটা যুগান্তর সৃষ্টি হবে বলে মানুষের ধারণা।

এদিকে সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মশাগ্রামে রেলকে সংযুক্তকরণ করছেন। এক সময় বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে (বিডিআর) শাখায় ছোট ট্রেন চলতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ব্রডগেজ লাইন চালু করার অনুমোদন দেন। তারপরে অনেকটা সময় পার হয়ে সংযুক্ত হতে চলেছে বাঁকুড়া থেকে হাওড়া বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ে। এই বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ের জন্য একজনের বড় অবদান আছে। তিনি হলেন প্রাক্তন রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বাসুদেব আচারিয়া,যিনি বর্তমানে প্রয়াত হয়েছেন।

রঙের খেলা

পার্থ পাল

দুটি লাল রঙের জবা ফুল নিন। একটিকে ডোবান চুন জলে ; অন্যটিকে পাতিলেবুর রসে। কী দেখবেন? ক্ষারীয় চুন জলে চোবানো জবাটি হয়ে গেছে সবুজ। অন্যদিকে আম্লিক পাতিলেবুতে স্নান করা জবাটি গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে। কেন এমন হয়? জবা ফুল হলো প্রাকৃতিক নির্দেশক যা অ্যাসিড ও ক্ষারকে চিনিয়ে দেয়। এমন অনেক রাসায়নিক নির্দেশক আছে। যেমন লিটমাস, মিথাইল অরেঞ্জ, ফিনলপথ্যালিন।

একবার এক মজার কান্ড ঘটেছিল। দোলের দিন এক ব্যক্তি সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পড়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় মাঝের পাড়ার মোড় থেকে হঠাৎই উড়ে এলো একটা রঙ ভরা বেলুন। এবং পড়বি তো পর ওই ব্যক্তির সাদা পাঞ্জাবিতে! মুহূর্তে সে বেলুন ফেটে সাদা পোশাক হয়ে গেল গোলাপি। ভদ্রলোকটি রেগে অগ্নিশর্মা। তেড়ে গেলেন ছেলেগুলির দিকে। তারাও ততক্ষণে নাগালের বাইরে। হঠাৎ তিনি নিজের পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে দেখেন, সেটি আগে যেমন সাদা ছিল এখনো তাই আছে। জলে ক্ষানিক ভিজে গেছে এই যা। ছেলেগুলো তখন দূরে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। আসলে, ওরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড নামের ক্ষারীয় তরলে ফেনলপথ্যালিন নির্দেশক মিশিয়ে দিয়েছিল। ক্ষার দ্রবণে নির্দেশকটির বর্ণ গোলাপী। তাই পোশাকটিও গোলাপি হয়ে গিয়েছিল। এরপর খোলা হাওয়ায় তরলটি থেকে উদ্বায়ী অ্যামোনিয়া উবে যেতেই সেটি ক্ষারধর্ম হারায়। তখন নির্দেশক হয়ে যায় বর্ণহীন। সাদা পোষাক পরিচ্ছদে নোংরা লেগে হলুদ হয়ে গেলে আমরা তাকে নীল রঙে ডুবিয়ে রোদে শুকনো করি। তখন তা আবার ঝকমকে সাদা হয়ে চোখ টানে। এখানে নীল আর হলুদ মিশে সাদা রঙে পরিণত হয়। অন্যত্র লাল আর সবুজ মিশে হয় হলুদ ; নীল ও লাল রঙে মেজেন্ডা এবং সবুজ ও নীলের মিশ্রণে তৈরি হয়ে মনমুগ্ধকর ময়ূরকণ্ঠী নীল।

সূর্যের আলোতে একটি প্রিজম ধরুন। এবার প্রিজম থেকে বের হওয়া আলোকে ফেলুন ছায়াযুক্ত দেওয়ালে। দেখবেন, দেওয়াল জুড়ে রঙিন আলোর পটি বা বর্ণালী। একটু মনোযোগ দিলেই সেখানে সাতটি রঙয়ের হদিস পাওয়া যায়। সে বর্ণালী আমরা বৃষ্টিধোয়া আকাশেও দেখতে পাই। দিগন্তছোঁয়া রামধনুর সৌন্দর্যে মুক্ত হয়নি এমন কেউ আছেন নাকি! আসলে রঙ হল আলোর খেলার বহিঃপ্রকাশ। যেমন, আপনার জামাটি হলুদ। এর অর্থ, আপনার জামা কেবল হলুদ আলোকেই প্রতিফলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়। যা আমরা দেখি। বাকি ছয় রঙের আলোকে সে শোষণ করে নেয়। এভাবে যে বস্তু সাতটি রঙের আলোকেই শোষণ করে সেটি কালো রঙের। অন্যদিকে যা সব রঙের আলোকেই প্রতিফলিত করে তা সাদা।

কদিন পরেই আমরা আনন্দে মাতব এমনই এক রঙের উৎসবে। সেদিন রঙে রঙে রঙিন করব প্রিয়জনদের। সে উৎসব বাংলায় দোল, হিন্দি বলয়ে হোলি নামে পরিচিত। এ সম্পর্কিত নৃসিংহ অবতারের একটি পৌরাণিক গল্প আছে। সেখানে হিরণ্যকশিপুর নামে একটি রাক্ষস রাজার কথা জানতে পারি। তিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারই ছেলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর অনুরক্ত ; ভক্ত। এইনিয়ে বাপ বেটার তুমুল মতবিরোধ। তখন প্রহ্লাদের পিসি, হোলিকা ঠিক করে সে ভাইপোকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে! যেমন ভাবা,তেমন কাজ। কিন্তু একি! দেখা গেল আগুনে পুড়ে মরল হোলিকাই। অর্থাৎ অশুভ শক্তির বিনাশ হলো।

এই ঘটনাকে মনে রেখেই হোলিকা দহন এবং হোলি। হোলিতে ইদানিং রসায়নিক রঙের প্রচলন বেড়েছে। কপার সালফেটের সবুজ, ক্রোমিয়াম আয়োডাইডের বেগুনি, অ্যালুমিনিয়াম ব্রোমাইডের রূপালি,লেড অক্সাইড এর কালো বা বাঁদরে, কাচগুড়োর চকচকে, মার্কারি সালফাইডের টকটকে লাল রঙে রঙিন হচ্ছি আমরা। এবং তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় চামড়ার এলার্জি, চোখের জ্বালাতেও ভুগছি।

এবারে তার প্রতিরোধ চাই। কিভাবে? রঙের খেলায় ব্যবহৃত হোক প্রাকৃতিক রঙ। গাঁদা ফুল, পলাশ,জবাফুল, বিট, নিমপাতা, অপরাজিতা ফুল, হলুদ প্রভৃতি থেকে আবির তৈরি হলে তা যেমন রঙিন হওয়ার আনন্দ দেবে ; তেমনই দেবে সুস্থতার আশ্বাস।

আপনিও তো সুস্থ থাকতেই চান,তাই না ?

সবার রঙে

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

আয়রে সবাই আয়রে ছুটে
রঙ বেরঙের পথের সাথী -
রাঙিয়ে শরীর রাঙিয়ে হৃদয়
পিচকারি রঙ-খেলায় মাতি।
আকাশ বাতাস ভরিয়ে রঙে
রঙের গানে রঙীন ঢঙে
আবীর ফাগের সাতরঙা সুর
এক সে দেশের এক সে জাতি
সবার রঙে রঙ মিলিয়ে
ঘুচিয়ে গহন আঁধার রাতি।
বিলিয়ে খুশি সবার দোরে
রঙ মাখা ঐ আলোয় ভরে
দে দোল দোলের দোলায় চড়ে
জ্বালাই প্রাণের খুশির বাতি
দু হাত ভরে ও রঙ মেখে
সবার হাতে রাখব হাত-ই।
দেদার মজায় সঙের সাজে
'খেলব হোলি'-র বাদ্যি বাজে
সবার মনেই বাজলো তা'যে
ঐকতানের মালায় গাঁথি
আয়রে সবাই রঙ মাখি আজ
শিমুল পলাশ পথের সাথী।

এক নজরের কথায়

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

বেশ হচ্ছে '**এক নজরে**',
গড় গড়িয়ে চলুক,
এমনি করেই চমকে দিয়ে
খুচরো খবর বলুক।
ধমকে দিয়েও যাক না,যারা
অন্য দিকে হাঁটে,
সু-সংবাদের ফসল ফলুক
'**এক নজরে**'-র মাঠে।
মন-যোগানো খবর নয়,
মন ভরানো হাসি,
বাজাক ছোট বড় --সবার
মনে জীবন বাঁশি।
জীবন বাঁশির সুরে ঝরুক
ভারত গড়ার গান,
কাজের সুরে উঠুক ভরে
জমিন ও আসমান।
একনজরে পড়ুক ধরা
গ্রাম বাঙলার ছবি,
সেই পুরাতন পুবেই উঠুক
নতুন দিনের রবি।
খবর সোজাসুজি জাগাক
নতুন দিনের আশা,
দাবির কথা জানিয়ে দিতে
বলুক নতুন ভাষা।
যা সত্য,তা এক নজরে
পাক সূর্যের আলো,
ধীরে ধীরে যাবেই সরে
জমাট বাঁধা কালো।।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠানোর ডাক দিলেন নওসাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠাতে হবে।কোনমতেই বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মেরুকরণ রাজনীতির শিকার হওয়া যাবে না। রবিবার উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে দলের সাংগঠনিক কর্মীসভায় একথা বলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, ''বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের টিকি বাঁধা আছে নাগপুরে। তারা বাইনারি তৈরির চেষ্টা করে যাবে যাতে রাজ্যের ৪২টি আসন তাদের দখলে থাকে।''

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আজ যিনি বিজেপিতে বিধায়ক আছেন, আগামীকালই দেখা যাচ্ছে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হয়ে যাচ্ছেন। আবার উল্টোটাও হচ্ছে। আসলে কোন নীতি আদর্শের বালাই না করে ভাগ বাটোয়ারার রাজনীতি করে এই দুই দল আরএসএসের অ্যাজেণ্ডাকে কায়েম রাখতে চাইছে।'' এই বাইনারিকে ভাঙার আহ্বান জানিয়ে নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, ''আজ থেকেই বুথ স্তরে বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে যেতে হবে। আইএসএফের নীতি আদর্শ সহজ ভাষায় মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দানবীয় কৃষি আইন যারা সংসদে এনেছে,যারা ৩৭০ ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে, যারা এনআরসি'র ভয় দেখাচ্ছে তাদের বাংলা ছাড়া করতে হবে। পাশাপাশি, যারা সংসদের মধ্যে এই আইনগুলিকে বিরোধিতা না করে বিজেপিকে সুবিধা করে দিয়েছে তাদেরও পরাস্ত করতে হবে।'' তিনি বলেন, ''তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করলে বিজেপিও হালে পানি পাবে না। সেজন্য বিজেমূলকে পরাজিত করা জরুরী।'' আইএসএফ চেয়ারম্যান উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''দুর্নীতিপরায়ণ, লুঠেরার দল তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের নামে নানানরকম কুৎসা ও অপপ্রচারের আখ্যান তৈরি করে। আসলে আইএসএফ সমাজকে স্বচ্ছ রাজনীতি উপহার দিতে চায়। সেই কারনে আমাদের ওপর ওদের এতো রাগ। কিন্তু আইএসএফ সৌজন্য ও নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি করে যাবে।''

লোকসভা নির্বাচন - ২০২৪ তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার- জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া
আলিপুরদুয়ার- প্রকাশ চিক বরাইক
জলপাইগুড়ি- নির্মল চন্দ্র রায়
দার্জিলিং- গোপাল লামা
রায়গঞ্জ- কৃষ্ণ কল্যাণী
বালুরঘাট- বিপ্লব মিত্র
মালদা উত্তর- প্রসূন ব্যানার্জি
মালদা দক্ষিণ- শাহনওয়াজ আলি রায়হান
জঙ্গিপুর- খলিলুর রহমান
বহরমপুর- ইউসুফ পাঠান
মুর্শিদাবাদ- আবু তাহের খান
কৃষ্ণনগর- মহুয়া মৈত্র
রানাঘাট- মুকুটমণি অধিকারী
বনগাঁ- বিশ্বজিৎ দাস
ব্যারাকপুর- পার্থ ভৌমিক
দমদম- অধ্যাপক সৌগত রায়
বারাসত- কাকলি ঘোষ দস্তিদার
বসিরহাট- হাজি নুরুল ইসলাম
জয়নগর- প্রতিমা মণ্ডল
মথুরাপুর- বাপি হালদার
ডায়মন্ড হারবার- অভিষেক ব্যানার্জি
যাদবপুর- সায়নী ঘোষ
কলকাতা দক্ষিণ- মালা রায়
কলকাতা উত্তর- সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া- প্রসূন ব্যানার্জি
উলুবেড়িয়া- সাজদা আহমেদ
শ্রীরামপুর- কল্যাণ ব্যানার্জি
হুগলি- রচনা ব্যানার্জি
আরামবাগ- মিতালি বাগ
তমলুক- দেবাংশু ভট্টাচার্য
কাঁথি- উত্তম বারিক
ঘাটাল- দীপক অধিকারী (দেব)
ঝাড়গ্রাম- কালীপদ সরেন
মেদিনীপুর- জুন মালিয়া
পুরুলিয়া- শান্তিরাম মাহাতো
বাঁকুড়া- অরূপ চক্রবর্তী
বিষ্ণুপুর- সুজাতা খাঁ
বর্ধমান পূর্ব- ডা ঃ শর্মিলা সরকার
বর্ধমান দুর্গাপুর- কীর্তি আজাদ
আসানসোল- শত্রুঘ্ন সিনহা
বোলপুর- অসিত কুমার মাল
বীরভূম- শতাব্দী রায়

লোকসভা নির্বাচন - ২০২৪ বিজেপির প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার - নিশীথ প্রামানিক
আলিপুরদুয়ার - মনোজ টিগ্গা
বালুরঘাট-ড.সুকান্ত মজুমদার
মালদা উত্তর - খগেন মুর্মু
মালদা দক্ষিণ - শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী
বহরমপুর - ডাঃ নির্মল কুমার সাহা
মুর্শিদাবাদ-গৌরী শঙ্কর ঘোষ
রানাঘাট - জগন্নাথ সরকার
বনগাঁ - শান্তনু ঠাকুর
জয়নগর - ডাঃ অশোক কান্ডারি
যাদবপুর- ডাঃ অনির্বাণ গাঙ্গুলি
হাওড়া - ডাঃ রথীন চক্রবর্তী
হুগলি - লকেট চ্যাটার্জি
কাঁথি- সৌমেন্দু অধিকারী
ঘাটাল - হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়
পুরুলিয়া - জ্যোর্তিময় সিং মাহাতো
বাঁকুড়া - ডাঃ সুভাষ সরকার
বিষ্ণুপুর - সৌমিত্র খাঁ
আসানসোল - পবন সিং
বোলপুর - প্রিয়া সাহা

লোকসভা নির্বাচন - ২০২৪ বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার- নীতিশ চন্দ্র রায়
জালপাইগুড়ি- দেবরাজ বর্মন
বালুরঘাট- জয়দেব সিদ্ধান্ত
কৃষ্ণনগর - এস এম সাদি
দমদম - সুজন চক্রবর্তী
যাদবপুর - সৃজন ভট্টাচার্য
কলকাতা দক্ষিণ - সায়রা শাহ হালিম
হাওড়া- সব্যসাচী চ্যাটার্জি
শ্রীরামপুর- দীপ্সিতা ধর
হুগলি- মনোদীপ ঘোষ
তমলুক- সায়ন ব্যানার্জি
মেদিনীপুর- বিপ্লব ভট্ট
বাঁকুড়া- নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত
বিষ্ণুপুর- শীতল কৈবর্ত
বর্ধমান পূর্ব- নীরব খাঁ
আসানসোল - জাহানারা খান

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে
বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন।
7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST
BENGAL KHANPUR, HOOGHLY,
WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
AngelOne

আন্ডারপাস তৈরির দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গুড়াপের দুলফায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,গুড়াপ ঃ হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপের দুলফা মোড়ে জাতীয় সড়কে রাস্তা পারাপারের সময় প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। রাস্তা পারাপারের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুও ঘটছে।মঙ্গলবার ৫ মার্চ সাইকেল নিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় শেখ আলাউদ্দিন(৪৫) নামে দুলফার এক ব্যক্তির।ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার মিনিট কুড়ি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা।বুধবারও বিকেল তিনটে নাগাদ দুলফা-ভাস্তারা রাস্তায় দুলফা মোড়ে আন্ডারপাসের দাবিতে জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা ।গুড়াপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,দুলফা মোড়ে আন্ডারপাসের দাবিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে আবেদন নিবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। তাদের দাবি না মানলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত মতিলাল পাইক পাড়া গ্রামে মতিলাল মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল আইএসএফ মনোনীত প্রার্থীরা।

গুড়াপে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৭

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গুড়াপের কংসারীপুর মোড়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে এক শিশু সহ মৃত্যু হল ৭ জনের। বেপরোয়া গতিতে ডাম্পার এসে যাত্রী বোঝাই টোটোতে ধাক্কা মারার ফলে এই দুর্ঘটনা বলে জানা গেছে। এক শিশু ও টোটো চালক সহ মৃত ৭ জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,মৃতেরা হলেন বিহান বেরা (২), বিদ্যুৎ বেরা (২৯) ও প্রীতি বেরা (২২), বাড়ি দাদপুর থানার বাকেশ্বর এলাকায় সৃজা ভট্টাচার্য্য (২০), বাড়ি হুগলির ভাস্তারা এলাকায়। রামপ্রসাদ দাস (৬২) ও নূপুর দাস(৫০),বাড়ি পান্ডুয়ার রামেশ্বরপুর এলাকায় । টোটো চালক - সৌমেন ঘোষ(২৩), বাড়ি গুড়াপ থানার ভোতর এলাকায়।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে ধনেখালি বিধানসভা এলাকায় জোর কদমে চলছে দেওয়াল লিখন।

ন্যাশনাল গেমসে সফল প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের

আমিনুর রহমান,বর্ধমান ঃ জেলার খেলাধুলাকে গুরুত্ব দিতে বরাবরই নানা পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বিশেষ করে আজকের প্রজন্মকে নানা ভাবে উৎসাহ জোগাতে তাঁর জুরি মেলা ভার। আর সেভাবেই এবার ন্যাশানাল গেমসে অ্যাক্রোবেটিক জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়া পূর্ব বর্ধমানের সাত প্রতিযোগিকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। সম্প্রতি বড় রকমের সাফল্য পেয়েছে ওই প্রতিযোগিরা।আর তার পরেই তাদের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো । এই সাত জন প্রতিযোগী পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বিদ্যানগর জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ শিবিরের ছাত্র ছাত্রী। রুপোর পদকজয়ী মেয়েদের দুই লক্ষ ও ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ছেলেদের এক লক্ষ টাকা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন ব্লকের শ্রীরামপুর সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রে তাদের গোলাপ ফুল দিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি ছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, প্রশিক্ষক অভিজিৎ দেবনাথ সহ

অন্যান্যরা।

পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বিদ্যানগর গয়ারাম দাস উচ্চবিদ্যামন্দির চত্বরে মন্ত্রীর উদ্যোগে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দে গড়ে উঠেছে ইনডোর কমপ্লেক্স। দীর্ঘদিন ধরেই কমপ্লেক্সে জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। আর সেই শিবির থেকেই এবার গোয়ায় ন্যাশনাল গেমসের অ্যাক্রোবেটিক জিমনাস্টিকে অংশ নিয়েছিল সাত প্রতিযোগী। পুরুষদের বিভাগে রাকেশ মির্ধা, বাপন দেবনাথ, সায়ন দেবনাথ ও আকাশ দেবনাথ ব্রোঞ্জ পদক পায়। মেয়েদের বিভাগে প্রিয়াংকা দেবনাথ, স্নেহা দেবনাথ ও অনামিকা দে রুপোর পদক পেয়েছে। মন্ত্রী বলেন, খুব কষ্ট করে জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ শিবিরটি চালানো হচ্ছে। শিবিরের সাত প্রতিযোগী জাতীয় গেমসে বড় সাফল্য পেয়েছে। রাজ্য সরকার মেয়েদের দু'লক্ষ ও ছেলেদের এক লক্ষ টাকা করে দিয়েছে। আমি মনে করি, ওরা আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পাবে। এরই মধ্যে খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে ব্লকের শ্রীরামপুর ইউনাইটেড স্কুলের মাঠে স্টেডিয়াম গড়ে তোলা শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ একাজের জন্য বিধায়ক তহবিলের ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। মাঠ ঘিরে ফেলা শুরু হয়েছে।

শহর বর্ধমানে জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ,বর্ধমান ঃ ক্যারাটে-ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি হানসি প্রেমজিৎ সেন ও মহাসচিব হানসি জয়দেব মন্ডলের নির্দেশনায় বর্ধমানে হয়ে গেল জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা।বর্ধমান ক্যারাটে-ডো অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় পঞ্চম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন হয় শহরের বাদামতলার শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়ামে।অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কালনা, কাটোয়া,বর্ধমান সদর উত্তর ও দক্ষিন - এই চারটি মহকুমা থেকে মোট ১০৬ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে।একজন এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের বিচারক এবং ছয়জন ক্যারাটে ইণ্ডিয়া সংগঠনের বিচারকের তত্ত্বাবধানে টুর্নামেন্টটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।

জেলা ক্যারাটে সংস্থার মহাসচিব দেবাশীষ কুমার মন্ডল জানান, প্রতিযোগিতার প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা আগামী এপ্রিল মাসে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য ক্যারাটে

প্রতিযোগীতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। গতবারের মত রাজ্য, জোনাল এবং জাতীয় স্তরের অফিসিয়াল ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় জেলার খেলোয়ারদের সাফল্য নিয়ে সকলে খুব আশাবাদী।পদক তালিকায় বর্ধমান সদর উত্তর প্রথম ও কাটোয়া দ্বিতীয় হয়েছে।

মা মাটি মানুষের নেত্রী মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ঘোষণা মতো গুড়াপের কংসারিপুর মোড়ে মঙ্গলবার ১২ মার্চ,২০২৪ টোটোর সঙ্গে ডাম্পারের ধাক্কায় নিহত ৭ জন এবং ২৯ নভেম্বর,২০২৩ লরির সঙ্গে ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কায় নিহত ৪ জনের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে সরকারি আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র ও হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা।

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

সভা থেকে বিজেমূলকে হারানোর ডাক দিলেন নওসাদ সিদ্দিকী !

● রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গতিতে ছুটে চলেছে আলু বোঝাই ট্রাক্টর। শঙ্কিত পথ চলতি মানুষজন।যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

● হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি। আর তৃণমূলের প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি।

● ''এত বড় চোর জোচ্চোরের সরকার এর আগে কখনও হয়নি'', তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শিশির অধিকারী।

● গুড়াপের কংসারীপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৭

● দেশজুড়ে লাগু হয়ে গেল সিএএ অর্থাৎ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন।

● ১৭ এপ্রিল রাম নবমী উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।

● হুগলির চন্ডীতলার মশাটে এবার সিঙ্গুরের ছায়া ! জোর পূর্বক চাষের জমির ওপর দিয়ে গ্যাসের পাইপ লাইন নিয়ে যাবার চেষ্টার অভিযোগ ! পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি চাষীদের।অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ গ্যাসের পাইপ লাইন বসানোর কাজ !

● ''বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন দরকার।বিজেপির ফল অসম্ভব ভালো হবে।অবাধ ভোট হলে তৃণমূল মুছেও যেতে পারে'', বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

চম্পাহাটির সুশীল কর কলেজে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র -- দ্বি-শতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দীপঙ্কর বৈদ্য ঃ বারুইপুরের চম্পাহাটি সুশীল কর কলেজের আইকিউএসি ও বাংলা বিভাগ এবং সোসাইটি অফ বেঙ্গল স্টাডিজ-এর যৌথ উদ্যোগে

বুধবার অনুষ্ঠিত হল একদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা।যার মুখ্য বিষয় হল দ্বি-শতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত।অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন সুশীল কর কলেজের অধ্যক্ষ ড.মানস অধিকারী।বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি অভিজিৎ রায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সনৎ কুমার নস্কর,অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস (চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা) ও অধ্যাপক সৌমিত্র বসু (প্রাক্তন শিশির ভাদুড়ি অধ্যাপক নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী (প্রাক্তন ডিন, কলা অনুষদ ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)।সভাপতি আসন অলংকৃত করেন অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী (সভাপতি, সোসাইটি অফ বেঙ্গল স্টাডিজ ও এমেরিটাস প্রফেসর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)। এই আলোচনাচক্রে পঠিত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ পায় - 'দ্বি-শতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বাংলা সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি'। ৪৪৮ পাতার এই বইটিতে ৪৭ জন গবেষক, অধ্যাপকের প্রবন্ধ রয়েছে। যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গবেষণাধারার এক অন্য মাত্রা বহন করে। এছাড়া ৫ম সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে বাংলা বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা 'বিকচ'র মধুসূদন সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন - অধ্যাপিকা ড.রূপা চট্টোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগীয় প্রধান, সুশীল কর কলেজ)। এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা সুনন্দা হালদার। বিশিষ্টজনের মতামত ও গবেষক, অধ্যাপকের প্রবন্ধ উপস্থাপনায় সব মিলিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com